সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

সেবা সহজীকরণের শিরোনামঃ

দেশের আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টসূহে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন পরিচালিত শুল্কমুক্ত বিপণী কেন্দ্রের বিল বারকোড প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রদান কার্যক্রম।

পটভূমিঃ **বারকোড** হল তথ্য সংগ্রহের একটি ডিজিটাল পদ্ধতি যার মাধ্যমে সকল তথ্য ভিজুয়্যালি দেখার সুযোগ থাকে। এ কাজটি একটি নির্ধারিত মেশিনযোগে সম্পন্ন করা হয়। এটি রৈখিক বা একমাত্রিক ব্যবস্থা। পরবর্তীতে আয়তক্ষেত্র, বিন্দু, ষড়ভুজসহ অন্যান্য জ্যামিতিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে বারকোড ব্যবস্থার প্রচলন শুরু হয়।যাকে ***ম্যাট্রিক্স কোড*** **বা** ***দ্বিমাত্রিক বারকোড*** বলা হয়। যদিও তাতে প্রকৃতপক্ষে বার বা সরলরেখা ব্যবহৃত হয় না। প্রাথমিকভাবে ***বারকোড স্ক্যানার*** নামে বিশেষ অপটিকাল স্ক্যানার দিয়ে বারকোড স্ক্যান করা হত। পরবর্তীতে এমন কিছু সফটওয়্যার তৈরি হয়েছে যা ক্যামেরা সম্বলিত স্মার্টফোনের ধারণকৃত ছবি পড়তে পারে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর কর্মকর্তাদের মধ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জন্য ডিজিটাল সেবার ধারনা আহ্বান করা হলে জনাব আবুল হাসান, উপব্যবস্থাপক, শুল্কমুক্ত বিপনী, শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর‘‘**বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর সকল ডিউটি ফ্রি শপে বারকোড প্রযুক্তির মাধ্যমে শুল্কমুক্ত বিপণী সমূহের বিলকরণ কার্যক্রম**’’ শুরুর বিষয়ে ধারণা প্রদান করেন। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তিনটি শুল্ক মুক্ত বিপণী (DUTY FREE SHOP) ছাড়াও সিলেট ও চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শুল্ক মুক্ত বিপণী পরিচালনা করছে। এ সকল ডিউটি ফ্রি শপে ইতোপূর্বে ক্রেতাদের ম্যানুয়ালী রিসিপ্টের মাধ্যমে পন্য বিক্রয় করা হতো। বর্তমানে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর পরিচালিত শুল্কমুক্ত বিপণীতে আগত যাত্রী (ক্রেতাদের) শতভাগ স্বচ্ছতা নিশ্চিতপূর্বক স্বল্পতম সময়ে মানসম্পন্ন যাত্রীসেবা প্রদানের লক্ষ্যে বারকোড রিডার সিস্টেম চালু করেছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের এয়ারপোর্টগুলোতে শুল্ক মুক্ত বিপণী শুরুর পর থেকে হাতে লিখে বিধি মোতাবেক সকল প্রকার আবশ্যিক তথ্য সমূহ সন্নিবেশ পূর্বক বিলের কাজটি সম্পন্ন করা হতো। প্রতিটি বিলে তিনটি করে কপি ছিল। সরকারি বিধি মোতাবেক কাস্টমস ও নিরীক্ষা সহ অন্যান্য প্রয়োজনে বিলের কার্বন কপিগুলো দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে রাখতে হতো। প্রায়সময়েই দেখা যেতো বিলের কার্বন কপিগুলোর তথ্য দীর্ঘসময় সংরক্ষণের জন্য লেখা অস্পষ্ট হয়ে যেতো বা মুছে যেত। অনেক সময় উইপোকার আক্রমনে অনেক কপি নষ্টও হয়ে যেত। এতে দাপ্তরিকভাবে বিপণীতে কর্মরত জনবলের গুরুতর নিরীক্ষা আপত্তিসহ প্রশাসনিক নানান জটিলতার সম্মুক্ষীন হতে হয়েছে। সাময়িক বরাখাস্তসহ আইনী জটিলতারও সম্মুক্ষীণ হতে হয়েছে। যার অনেকগুলো এখনও চলমান রয়েছে। পরবর্তী সময়ে সময়ের পরিবর্তন ও যুগের সংগে তালমিলিয়ে কম্পিউটার সফট ওয়ার এর মাধ্যমে শুল্ক মুক্ত বিপণীগুলোতে বিল প্রদানের কাজটি সম্পন্ন করা হচ্ছে যা বর্তমানেও বিদ্যমান। নিয়মানুযায়ী একটি বিলে যাত্রীর নাম, দেশের নাম, পাসপোর্ট নম্বর, পণ্যের নাম, পণ্যের পরিমান ইত্যাদি লিপিবদ্ধপূর্বক বিল সম্পন্ন করতে হয়। উল্লেখ্য যে, বিপণীর প্রতিটি পণ্য তার প্রকার/রকম/পরিমান/গুণগতমান ও বিক্রয়মূল্য ইত্যাদি বিভিন্ন দিক বিবেচনায় পৃথক পৃথক কোড নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করা। বিপণী গুলোতে সময় সময় পণ্যের ভিন্নতা ও সমাহার এবং যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রত্যেকটি পণ্যের আলাদা আলাদা

কোড নম্বর দিয়ে চিহ্নিতকরণ ও বিধি মোতাবেক বাধ্যতামূলক অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশপূর্বক বিলের কাজ সম্পন্ন করে যাত্রীদের মানসম্মত সেবাপ্রদান কষ্টসাধ্য বিষয় হয়ে উঠছিল। সকল পণ্যের কোড নম্বর হয়ত মনে রাখতে হতো বা পণ্যের গায়ে প্রাইসট্যাগ দেখে তা লিপিবদ্ধ করতে হতো। এতে একদিকে যেমন অনেক সময় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকত অন্যদিকে অতিথিদেরকে বিল প্রদান করতে যথেষ্ট সময় ক্ষেপন হতো। বিমানবন্দরস্থ আগমণী লাউঞ্জে অবস্থিত বিপণীতে এ সমস্যাটি দিন দিন প্রকট আকার ধারন করছিল। বিমান চলাচলের রুটিন অনুযায়ী দিনের প্রায় সময়েই দেখা যায় প্রায় একই সময়ে অনেক গুলো বিমান পর পর অবতরণ করে। যার ফলে একই সময়ে অনেক যাত্রী একসংগে আগমণী লাউঞ্জে অবস্থিত বাপক শুল্কমুক্ত বিপণীতে ভিড় করে থাকেন। একদিকে পণ্য সামগ্রীর ব্যাপকতা ও অনেক যাত্রীকে একসংগে সেবা প্রদানের কাজটি অসম্ভব হয়ে উঠছিল। যাত্রীরাও এ সময়েই ইমিগ্রেশন ও তাদের লাগেজ সামগ্রী সংগ্রহের জন্য স্বল্পতম সময়ে সেবানিশ্চিত করতে চাইতেন। যা ছিল একরকম অসম্ভব। ফলে অধিক সময় ক্ষেপণ এর জন্য প্রায়শই যাত্রীরা অভিযোগ প্রদান ও বিরক্তি প্রকাশ করতেন। অনেক সময় পণ্য না নিয়েই বিপণী ত্যাগ করতেন । এতে দেশের/সংস্থার ভাবমূর্তিও দিন দিন খারাপ হচ্ছিল।

উপর্যুক্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন স্বল্পতম সময়ে শতভাগ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে শুল্কমুক্ত বিপণীসমূহে মানসম্মত যাত্রীসেবা নিশ্চিত করনের প্রয়োজনয়ীতা অনুভব করে। তারই ফলস্বরুপ সকল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরস্থ শুল্কমুক্ত বিপণীসমূহে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন স্বাপেক্ষে আধুনিক বারকোড প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমানে যাত্রীসেবা প্রদান করছে।

গৃহীত এ উদ্যোগের ফলে অর্জিত সুফলের বিবরণী:

বারকোড প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে প্রথমত: নির্ভুলভাবে বিলের কাজটি সম্পন্নকরণ সম্ভব হচ্ছে।

স্বল্পতম সময়ে বারকোড রিডার এর মাধ্যমে অত্যাবশ্যকীয় অধিকাংশ তথ্যাদি বিলে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে অতিথির বিল প্রদান কাজটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

বিক্রয় সেবায় শতভাগ স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হচ্ছে।

সঠিকভাবে দীর্ঘদিন বিল সংরক্ষণের কাজটি ডিজিটালী সহজেই সম্পন্ন করা যাচ্ছে।

যাত্রীসেবার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে সংগে দিন দিন শুল্ক মুক্ত বিপনীসমূহে বিক্রির পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর আয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

SHOP